সূর্যের পতাকা নাম

আল মুজাহিদী

সূর্যের পতাকা লাল

আল মুজাহিদী

Estd- 1949

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

চট্টগ্রাম - ঢাকা

www.pathagar.com

সূর্যের পতাকা লাল

আল মুজাহিদী

প্রকাশক

এস. এম. রইসউদ্দিন

পরিচালক (প্রকাশনা)

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

চট্টগ্রাম অফিস ঃ

নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২ জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম।

ফোন ঃ ৬৩৭৫২৩

মতিঝিল অফিস

১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০। পিএবিএক্স ঃ ৯৫৬৯২০১/৯৫৭১৩৬৪

প্রকাশকাল

জানুয়ারি -২০১২

মুদ্রাকর

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

১২৫, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।

পিএবিএক্স ঃ ৯৫৭১৩৬৪/৯৫৬৯২০১

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ

মোমিন উদ্দীন খালেদ

মূল্য ঃ ৯০/-

প্রাপ্তিস্থান

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২ জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম

১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০

১৫০-১৫১ গভঃ নিউমার্কেট, আজিমপুর, ঢাকা

৩৮/৪ মান্নান মার্কেট (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা।

Surjer Pataka Lal : Written by **Al Mujaheedy,** Published by: S.M. Raisuddin, Director Publication, Bangladesh Co-operative Book Society Ltd. 125 Motijheel C/A, Dhaka-1000.

Price: Tk. 90/- US : 3/- **ISBN-984-70241-0042-0**

www.pathagar.com

উৎসর্গ

জাহিন, অর্পা, জারিফ,
মিহিকা, মৌনী,
তাসমী, সেইরিশ ও
আগামী প্রজন্মের
অনেকের জন্য

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

দৈনিক ইত্তেফাকের সহকারী সম্পাদক, প্রবন্ধকার, ছড়াকার, সুসাহিত্যিক ও কবি আল মুজাহিদী-এর স্বাধীনতা সংগ্রামের উপর ভিত্তি করে রচিত কিশোর উপন্যাস **"সূর্যের পতাকা লাল"** প্রকাশ করতে পেরে আমরা বেশ আনন্দবোধ করছি। চল্লিশ বছর আগে দেশমাতৃকার স্বাধীনতা অর্জনের জন্য যে জনযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল তাতে কিশোরসহ সকল স্তরের মানুষ অংশ গ্রহণ করে আগ্রাসী শক্তির হাত থেকে বাংলাদেশকে মুক্তির লক্ষ্যে হাতে অস্ত্র তুলে নেয়। শত্রুর মোকাবেলা করে হানাদার মুক্ত করে সারাদেশে উড়িয়ে দেয় লাল সূর্যের পতাকা। ফলে জয় জয়কার চারিদিক। সেই বিজয়ের নিশান লাল সূর্যের পতাকা বাংলার আকাশে উড়ছে। আশা করি বাংলার কিশোর ও তরুণ সমাজ স্বাধীনতা সংগ্রামের বিজয় গাথার কাহিনী পড়ে অপার আনন্দে তাদের বুক ভরে তুলবে এবং সকলের নিকট বইখানি অন্যরকম গ্রহণযোগ্যতা পাবে। সে আশা আমাদের থাকলো।

এস. এম. রইসউদ্দিন
পরিচালক (প্রকাশনা)
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লি:

www.pathagar.com

কতো যুগ। দিন রাত কেটে গেলো।
সূর্যের ওপার থেকে ডাক আস্‌ছে।
হাজার বছর ধরে।

জাগবার, জাগাবার ডাক। ডাক আস্‌ছে। পূর্বাচলের রক্তরাগ। শিমুল পলাশ। রক্তজবা। লাল লাল থোকা থোকা কৃষ্ণচূড়া ফুট্‌ছে। রাধাচূড়া। ওরা গুলবদন। ওরা গুলমোহর। প্রকৃতি কী প্রাণবন্ত। মুখর। ফুটন্ত সকাল। কে রুখবে? কে রুখ্‌তে পারবে এই ভোরের ফুটন্ত আলো? নূতন জীবন। এ- নূতন পৃথিবীটাকে?

শক্তি, শুভ, মুক্তি ওরা আস্‌ছে দল বেঁধে। হাজার ছেলের সাথে। কোরাস গাইতে গাইতে। বজ্র-বিদ্যুতে আকাশ ফেটে পড়ছে। সোনালি পাখিরা ডানা মেলছে। আগুনের ফুল্‌কি ফুট্‌ছে। পলাশ ফুলের পাতার ফোকর গলিয়ে এক টুকরো হাসি ছড়িয়ে মিছিলে শরিক হচ্ছে তিনটি ধানশালিক।

রক্তজবার ছোট্ট ঘুলঘুলি থেকে তিনটি টুনটুনি প্রভাত ফেরিতে শামিল হলো। ওদিকের অশোকের লাল-সবুজের বাগান থেকে তিনটি লাল ফুলের বোঁটা মাথায় গুঁজে তিনটি বুলবুলি এসে যোগ দিলো মিছিলে। কলাপাতার বাঁশি বাজিয়ে তিনটি ল্যাজঝোলা সবার মধ্যে মিশে গেলো। গান গাইলো ওরা।

[পাখির গান]

কলা পাতার বাঁশি
আমরা ভালোবাসি।
সাত সকালে বাজাই,
পাতার বাগান সাজাই,
আর ঢিং ঢিং গান গাই
হাসি খুশি আমরা সবাই

www.pathagar.com

আমরা ল্যাজঝোলা, ল্যাজঝোলা ভাই
আমরা করি হাসাহাসি
আমরা বাজাই পাতার বাঁশি॥

ওদিকে চিড়িক পিড়িক করে আরও তিনটি পাখি যোগ দিলো মিছিলে। বাংলার দোয়েল। ওরা আর কম যাবে কেন?

আমরা দোয়েল সোনার পাখি
ঝাঁকে ঝাঁকে ঘুরে বেড়াই
আমরা দোয়েল বাংলার

আমরা শ্যামল পাতার পাখি
শ্যামলা মাটির গান গেয়ে যাই
লতা-পাতার জাংলার॥

শক্তিদের বাড়ির খোঁয়াড়ের খোঁপ থেকে বাইরে বেরিয়ে এসেছে লাল ঝুঁটি মোরগ। বাক্‌ছে। কু ক কু রে কু-উ-ক। কুউক কুরে কুউক। সূর্যের লালফুটি আলো মাথায় করে। গাইছে লালঝুঁটি মোরগ। গলা ছেড়ে ....

মাথায় আমার লালঝুঁটি
ফুট্‌ছে আলো ফুটি ফুটি

সুয্যিমনির লক্ষকোটি দাগ,
ইদিক সিদিক কোথায় কে রে
ভোরের আলো দেখে নে রে
লালঝুঁটিতে সুয্যিমামার আঁক ॥

ওদিকে অ্যাশশেওড়া গাছের ফোকরে লুকিয়ে থাকা তিনটি অদ্ভুত অদৃশ্য ভূত অট্টহাসি হাস্‌ছিলো। ভয় দেখানোর পাঁয়তারা করছিলো। কিন্তু কই? ভয় দেখালেই হলো! বড়ো বড়ো দাঁত বের ক'রে, চোখ পিট পিট করে হাসলেই হলো! না। .... না । ..... ওসবে কিচ্ছু হবে

www.pathagar.com

www.pathagar.com

না। হুতুম, ভুতুম, পুতুম। মোট তিনটি ভূত। নাকের দুটো ফুটো বেশ বড়ো একটির। আরেকটির চোখ এ্যাব্বোড় বড়ো। অন্যটির কপাল বেশ বড়ো। কী রকম এ্যাবড়ো থ্যাবড়ো। দেখলে ভয় লাগে। আগাপাস্তলা লোমশ শরীর। এমুড়ো-ওমুড়ো কেমন ভয় ভয় ভাব। রাত পোহানো পর্যন্ত ভুতুম-ভুতুম ভয় দেখিয়ে যাচ্ছিলো ওরা। কিন্তু এতে কী আর ভয় পাওয়ার পাত্র শক্তি, শুভ, মুক্তি? কিচ্ছুতেই কিচ্ছু হবে না। কোমর থেকে তলোয়ার বের ক'রে হুংকার দিলো শক্তি।

আয় ব্যাটা আয়। খতম ক'রে দেবো।

শুভ হাঁক ছাড়লো। হাতে তলোয়ার ধরলো।

আয় ভূত আয়। কতল ক'রে ফেলবো।

মুক্তি বুকের পাটা শক্ত করে হিম্মৎ দেখিয়ে বললো-

হিজল গাছের মাথা ভেঙ্গে দেবো। তখন থাকবি কোথায়?

ভূতগিরি করবি তো ভূতের দেশে যা'। এই বাংলার কোথাও তোদের কোনো ঠাঁই নেই। বুঝ্‌লি তো। যা, যা। কেটে ফেলবো এক দম।

ভূতেরা হিজল গাছের মগডাল ভেঙে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। মরলাম। মরলাম। জান গেলো। ভূতদের আর কে যাবে বাঁচাতে? ওরা চিৎকার করে গাইতে থাকলো .....

আমরা ভুতুম ভূত,
মায়ের পুত।
আমরা পাই না ভয়,
যুদ্ধে নাই কো জয়।
শুধুই পরাজয়,
(বাছা) তোদের নাইরে ক্ষয়।
আমরা ভুতুম ভূত

www.pathagar.com

আমরা পালাই, পালাই
যখন যেদিক পাই।
(আমরা) অদ্ভুত অচ্ছুত ॥

ভূতদের পরাজয়ের ছড়া কাটা শুনে শুভ, শক্তি, মুক্তিও মুখে মুখে মজার ছড়া কাটতে লাগলো।

ভূত টুত কিছু নেই, ধুত
মরে যা ফুড়ুৎ ফুত।
ভেগে যা ভাগাড়ে
হাজামজা পগারে
হ'রে পগার পার
নইলে কাটবো ঘাড়।

ভূতের ভোঁতা নাকের ফুটোয় আগুনে বাতাস ঢুকলো। শাঁ শাঁ শোঁ শোঁ করে। বাপ্‌রে বাপ্।

ভূতের চোখে টিনের তলোয়ারের ডগা ঢুকলো। বাপ্‌রে বাপ্।

ভূতের মুখে বড়ো বড়ো মাটির চাপড় ঢুকলো। বাপ্‌রে বাপ্। দাঁতগুলো ভাঙছে। কিড়মিড় করে। নিজেরাই ভাঙছে কামড়ে কামড়ে।

পাশেই ছিলো কয়েকটা কুকুর। ঘেউ ঘেউ করতেই প্রথম ভূত পালালো। ভূ-উ-ত পূ-উ-ত- বড়ো কুকুরটা ঘেউ ঘেউ চেল্লাতেই আবার দ্বিতীয় ভূতটা পালালো।

বাঘা কুকুরটা ঘেউ ঘেউ করলো। আরও উচ্চৈ:স্বরে। শেষের ভূতটা পালালো। শাঁই শাঁই ঝড়ের বেগে। ভূত ছুটে পালালো। চামচিকেটাও রাত্রির শেষ আলোয় উড়ে এসে ভেংচি কেটে বললো।

পালা, পালা ভূত
আব্ধা মাসির পুত।

www.pathagar.com

খা, খুদ কুঁড়ো খা, খা রে,
যাহ্ ! দূর হ'য়ে যা' যা' রে।

বাতাবি লেবুর গাছ। গাছ ভরা ফুল। ফোটার গন্ধে সারা পাড়া মঁ মঁ করছে। ঐ গাছের ওপরের কোটর থেকে তিনটি কাঠ বেড়ালি দৌড়ে নেমে এলো নিচে। এসেই গান জুড়ে দিলো। আনন্দে। উল্লাসে। বন বনানী, গ্রামগঞ্জ, মাঠ প্রান্তর, জন্মভূমি স্বাধীন হবে যুদ্ধ ক'রে। এই আনন্দে।

[কাঠবেড়ালির গান]
আমরা কাঠবেড়ালি
আমরা নাচি ল্যাজ নাড়িয়ে
শত্রুদেরে দেই তাড়িয়ে
দূরে বহুদ্দূরে,
আমরা নাচি ঘুরে ঘুরে
স্বদেশ জুড়ে-
দুই হাতে দিই তালি
আমরা বাংলার,
বাংলার কাঠবেড়ালি, কাঠবেড়ালি।

শক্তি, শুভ, মুক্তি সারা পাড়া জুড়ে প্রভাতফেরির গান গাইতে লাগলো। এ যে মুক্তির গান। স্বাধীনতার গান। দেশ থেকে শত্রু হটানোর গান। দুশমন তাড়ানোর গান। এ যে শিশু-কিশোর ফৌজ। ফৌজি কুচকাওয়াজে ডালকুত্তারা ভয়ে ভয়ে কেঁপে উঠলো।

যুদ্ধ। যুদ্ধ ..... ।
আগুন জ্বলছে। আগুন। আমাদের। শিরা-উপশিরা জুড়ে। ধমনীর রন্ধ্রে-রন্ধ্রে। চারিদিকে যুদ্ধ। দুন্দুভি বাজছে। দামামা বাজছে। সারা বাংলা জাগ্‌ছে। আগুনের লেলিহান শিখা ছড়িয়ে পড়ছে। বিন্দুবাসিনী গভর্নমেন্ট স্কুলের স্কাউট টিচার শহীদ স্যার গানের রিহার্সেল করাচ্ছেন।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

গলায় হারমোনিয়ামটা বেঁধে। গাও তোমরা সবাই গাও আমার সাথে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, লাফিয়ে লাফিয়ে গাও।

এই শিকল পরা 'ছল মোদের' এ
শিকল-পরা ছল।
এই শিকল প'রেই শিকল তোদের
করব রে বিকল ॥
তোদের বন্ধ কারায় আসা মোদের বন্দী হতে নয়,
ওরে ক্ষয় করতে আসা মোদের সবার বাঁধন -ভয়
এই শিকল-বাঁধা পা নয় এ শিকল-ভাঙা কল ॥

তোমরা বন্ধ ঘরের বন্ধনীতে
করছ বিশ্বগ্রাস।
আর ত্রাস দেখিয়েই করবে ভাবছো
বিধির শক্তি হ্রাস ॥
সেই ভয় দেখানো ভূতের মোরা করব সর্বনাশ;
এবার আনবো মাভৈ : বিজয়-মন্ত্র বলহীনের বল ॥
তোমরা ভয় দেখিয়েই করছ শাসন,
জয় দেখিয়ে নয়।
সেই ভয়ের টুঁটি ধরব টিপে
করব পরে লয় ॥
মোরা আপনি ম'রে মরার দেশে বরাভয়,
মোরা ফাঁসি পরে আনব হাসি মৃত্যু-জয়ের কল ॥

ওরে ক্রন্দন নয় বলুন ওই
শিকল-ঝঞ্ঝা না।
এ যে মুক্তি-পথের অগ্রদূতের
চরণ-বন্দনা।
এই লাঞ্ছিতের অত্যাচারকে হানছে লাঞ্ছনা,

www.pathagar.com

মোদের অস্থি দিয়েই জ্বলবে দেশে আবার বজ্রানল ॥

দেশে আন্দোলন।

অসহযোগ আন্দোলন চলছে।

শেখ মুজিব ঐতিহাসিক ভাষণ দিয়েছেন। রেসকোর্স ময়দানে। এখন সোহরাওয়ার্দী উদ্যান। ঐতিহাসিক মঞ্চ থেকে বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা হলো:

'এবারের সংগ্রাম, আমাদের মুক্তির সংগ্রাম
এবারের সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম।'

বিদ্যুৎ খেলে গেলো। বাতাসে বাতাসে। ইথারে ইথারে ভেসে বেড়ালো সেই শব্দপুঞ্জ। সেই বজ্রকণ্ঠধ্বনি। মুক্তিপাগল মানুষেরা আরও উদ্দীপ্ত হলো। উজ্জীবিত হলো। তারা আর ফিরবে না ঘরে। মুক্তির আগে। ওদের নগ্ন নাগপাশ ছিঁড়েই ঘরে ফিরে আসবে। ঘরের ছেলেরা।

পণ করেছি, পণ করেছি
মুক্ত হ'য়ে ফিরবো ঘর,
বাংলা মায়ের রাখবো মান
নাইকো প্রাণে কোনোই ডর ॥

সীমান্তের ঐ শত্রুদের
তাক করবো ছুঁড়বো গুলি,
মানবো না আর হার মানবো না
উড়বে উড়ুক, মাথার খুলি ॥

ওরাই কেবল করবে ফুটো
আমার চালা, আমার পাত,
দু'বেলা ভাই তেল নুন চাই
মোটা কাপড় মোটা ভাত ॥

www.pathagar.com

আমার হাতেই থাকবে আমার
স্বদেশভূমির সকল ভার,
কোটি মানুষ চায় এবার
বাঁচার সকল অধিকার ॥

পিন্ডি নয়, ঢাকা। করাচী নয়, ঢাকা। পাকিস্তান নয়, বাংলা চায়। বাংলাদেশ চায়। শক্তি, শুভ, মুক্তি এই বিশ্বাসের কুঁড়ি বুকে ক'রে হাঁটতে থাকে। ছুটতে থাকে এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে। নাটিয়াপাড়ার ব্রিজ পার হয়ে যায়। ছোটে মৌমাছির মতো বন্ বন্ ভন্ ভন্ ক'রে। কাঞ্চনপুর পাহাড়ের টিলার দিকে। ওখানে গিয়ে দাড়াবো। ওড়াবে স্বাধীনতা খচিত সোনালি পতাকা। পত্ পত্ করে উড়বে ঐ পতাকা। স্বাধীনতার নেশায় তো সকলেই পাগল। একদিন ঐ পতাকাই উড়বে বাংলার ঘরে ঘরে। পর্ণ কুটিরে। কোটি কোটি মানুষের কোটি কোটি হাতে।

মিতিন।
প্রীতিন।
পুপুন।
টুপুন।

ওরা চার বোন। একই পরিবারের। আর তিন সহোদর। টাংগাইল বিন্দুবাসিনী গার্লস স্কুলের ছাত্রী। টাংগাইল হাই কম্যান্ড গঠনের পর পরই ওরা চলে যায় গ্রামের বাড়ি। নলিন, নারুচীতে। ঘোর যুদ্ধের সময়। ওদের দেখেই মিষ্টিমিয়া অবাক হয়।

— তোমরা এখানে এলে কি ক'রে।
— হেঁটে হেঁটে চলে এসেছি।
— হেঁটে হেঁটে মানে।
— হ্যাঁ। সত্যিই তাই। সাত দিন
— হেঁটেছি এক নাগাড়ে।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

- কোথাও থামোনি, খুকুমনিরা?
- থেমেছি। যখন যেখানে বেলা ডুবে গেছে।
- এর আগে আগেই আত্মীয়
- বাড়ি ঢুকে পড়েছি। কখনও ঘারিন্দা।

কখনও জশিহাটি। কখনো আইসড়া। কখনও চেঁচুয়া। কালিহাতি। ঘাটাইল। বাংরা। ডোলার পাড়া। মাদারজানি। অর্জুনা, নারুচী-নলিন। নলিনের মিষ্টিমিয়া যমুনা নদীর তীরে ঘর বেঁধে বসবাস করেন। অনেকদিন আগে এক বৃদ্ধ দরবেশ তাকে একটি তজবিহ্ হাতে দিয়ে বলেছিলেন,

– বাবারে, এটা হাতে রেখো। বিপদ-আপদ এলে তেলাওয়াত করো। মসিবত কেটে যাবে।

দরবেশজির কথায় মিষ্টিমিয়া একেবারে মুগ্ধ হ'য়ে গিয়েছিলেন। তারপর থেকে এই তজবিহ্ এখন তার নিত্য সঙ্গী। ভুলেও অন্য কোথাও রাখেন না।

মিতিন, প্রীতিন, পুপুন, টুপুনদের হাতে তুলে দিলেন ঐ তজবিহ্ দানা। ওরা সবাই হাতে নিলো। মিষ্টিমিয়া ওদের দিকে তাকিয়ে দোয়া করলেন। মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। ওরা এক এক ক'রে তজবিহ্টি চুম্বন করলো। অনেক শ্রদ্ধায়। আপত কালে যেন এক বিরাট আশ্রয় হলো ওদের। ঐ মিষ্টিমিয়া। মিষ্টিমিয়া নামটিও ভারি মজার। যখন কেউ মিষ্টিমিয়ার দরবারে হাজির হয়- বলা চলে খালি হাতেই- মিষ্টিমিয়া সবার হাতে এক টুকরো মিছরিদানা তুলে দেন। গ্রামের বাড়ি ফিরে এলো ওরা। সন্ধ্যায় সন্ধ্যায়। আফাতুন ফুফু মাগরিবের নামাজ পড়ছিলেন তখন। সালাম ফিরিয়ে বুকে জড়িয়ে নিলেন ওদেরকে।

– মা তোমরা হাত মুখ ধোও। আমি বাকি নামাজটুকু শেষ করে নিই।

www.pathagar.com

– জ্বি। ফুফু আম্মা।

– হ্যাঁ। তোমরা একটুও চিন্তা কোরো না। আমি সব ব্যবস্থা করছি।

রাতে আফাতুন ফুফুর সঙ্গে অনেক কথা বলল। কথার যেন শেষ নেই। এদিকে রাত ফুরোয়। কাল সকালে কোন্ দিকে যাবে। কোন্ অপারেশনে যাবে। ভাবতে থাকে। এদিকে আফাতুন ফুফু খাবার জোগাড় করে ফেলেছেন। সবাইকে খেতে দিয়েছেন। জিজ্ঞেস করলেন,

– বলো তো মা, তোমরা কোথায় থেকে কিভাবে এসেছো ?

– সে কথা কি করে বলবো তোমাকে ফুফু। কোথায় থেকে শুরু করবো। আর কোথায়ই বা শেষ করবো। ভেবে পাচ্ছি না। মিতিন মুখেও ঐ বললো। একই কথা বললো প্রীতিন। টুপুন, পুপুনের একই কথা।

ওদের মুখে সকল বিষয় শুনে আফাতুন ফুফু বিস্মিত হলেন। শিউরে উঠলেন।

বললেন, যাও, মা। তোমরা এখন ঘুমোতে যাও।

মুক্তি একটি চিরকুট লিখে পাঠালো শিশু-কিশোর ফৌজ-এর ক্যাম্পে। ক্যাম্পটি নাটিয়া পাড়ার এক প্রান্তে। বিজন বনের ধারে।

শুভ,

আমরা এখন অ্যাডভান্স করছি কাঞ্চনপুর পাহাড়ের দিকে। ওখানে সবুজ ঘন বন। গভীর অরণ্য। পাহাড়ের টিলায় টিলায় আমরা নতুন করে অবস্থান নেবো। ট্রেঞ্চ খুঁড়বো। পরিখা খনন করবো। তাঁবু খাঁটিয়ে নতুন ক্যাম্প খুলবো। রচনা করবো নতুন ব্যূহ। শত্রুর ওপর হামলা চালাবো। নতুন কায়দায়। তীব্র দুর্ধর্ষ গতিতে। আমাদের ভয় নেই। নির্ভয় আমরা। নির্ভীক আমরা। হানাদারদের সকল হামলা ব্যর্থ

www.pathagar.com

ক'রে দেবো। আমাদের সংগে আছে সারাদেশ। সারা দেশের মানুষ। আমাদের মাথার ওপর অন্তহীন খোলা আকাশ। পাহাড়ের পাশ দিয়ে কুলুকলু বয়ে যাওয়া খরস্রোতা নদী। ঝোপঝাড়। সবুজ প্রকৃতি। ফুল পাখি। মুক্ত ডানার উড়ন্ত বিহঙ্গেরা। জননী-জন্মভূমিকে মুক্ত করবো আমরা, ইন্‌শাল্লাহ্‌। শুভ হোক সব বন্ধু, ভয় করি না আমি, আমরা কেউ-ই।

তোমাদের প্রতিদিনের

বন্ধু

৭ই মার্চ ১৯৭১ মুক্তি

শুভ-র হাতে চিরকুট। চিরকুট পেয়েই শুভ একটা ভাঙাচুরা বলপেনে জবাব লিখতে শুরু করলো।

মুক্তি,

সূর্য উঠেছে। আলো ঠিকরে পড়ছে। এ সূর্যের আলো আর নিভবে না। নিভবে না। মুক্তি, চারিদিকে চেয়ে দেখো, কতো আলো। কতো বর্ণচ্ছটা !

সূর্যের শক্তি অসীম। অন্তহীন। এই আলো তো নেভাতে পারে না কেউ। প্রাণে প্রাণে নতুন প্রাণ যোগ করে। নতুন শক্তি যোগ করে। ৭ই মার্চের ভোরের আলোর রঙ ছড়িয়ে পড়েছে। সারা দেশে। স্বদেশ রঙিন হচ্ছে। বর্ণিল হচ্ছে। রক্তিম হচ্ছে। জানি স্বাধীনতার জন্য ত্যাগ চাই। রক্ত ঝরানো চাই। কাল বোশেখির ঝড় উঠবে। ঝঞ্ঝা-বাত্যায় উথলে উঠবে আমাদের রক্তের নদী। মুক্তি, ভালোবাসা জেনো। শুধু ভালোবাসা জেনো। আমিও তোমার মতই বিশ্বাসী। আগুনের হল্‌কা জ্বলছে বুকে। নিভবে না বন্ধু কখনও।

তোমারই সাথী,

শুভ

www.pathagar.com

শক্তি, শুভ, মুক্তি
আমাদের প্রাণ প্রিয় ভাইয়েরা,

তোমরা এখন কোথায়?
কিভাবে আছো জানি না।
আমাদের চিরকুট পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের চিরকুট পেতে চাই। আমরা এখন যমুনা নদীর তীরে। বাংকার করেছি। ট্রেঞ্চ করেছি। এদিকে হানাদার বাহিনী সহজে ঢুকতে পারবে না। অনেক ব্রীজ। পুল, কালভার্ট, সাঁকো ভেঙ্গে বিচ্ছিন্ন ক'রে দিয়েছি। এইটুকুই আশার কথা। আমাদের জন্য। বাড়িতে আফাতুন ফুফু তজবিহ্ তেলাওয়াত করছেন। মশগুল রয়েছেন আমাদের মঙ্গলের জন্য। দোয়া-খায়ের করতে করতেই রাত কাটিয়ে দেন। আমাদের জন্য। কতো কান্না। কতো দোয়া। তোমাদের জন্য। দেশবাসীর জন্য। কতো উৎকণ্ঠা। তোমরা ভালো থেকো। হুঁশিয়ার থেকো। শত্রুরা যেন তোমাদের টিকিটার ধারে কাছেও আসতে না পারে। আমরা ভালো। এক সময় দেখা হবে। ভালো থেকো।

তোমাদেরই ছোটো বোনেরা

অন্ধকার।
ঘুরঘুট্টি অন্ধকার।
এতো অন্ধকার তো দেখিনি কতোদিন, জীবনে।
- ও হো হো হো। তোমার জীবনটা যে কতো বড়ো। কতো বয়েস যে হ'য়ে গেছে। কেউ আর ইয়ত্তা করতে পারবে না বুঝি।
হাসতে হাসতে মরেই যাচ্ছিলো যেন। দিঠিমনি-। তিথিমনির কথায়।

www.pathagar.com

শামা মিয়া আর বখ্তু মিয়া। সহোদর দুই ভাই। ভালো খেলোয়াড় দু'জনেই। নারুচি ফ্রি বোর্ড প্রাইমারি স্কুলের মাঠে ফুটবল খেলতেন। মজার ব্যাপার হলো খেলতেন তো তারা ছোটদের সাথেই। এতোটা বড়ো হয়েও বয়েসে। পৃথিবীটা তো কম বড়ো নয়। ছোট হ'য়ে থেকে বড়োটাকে বুঝা যায় বেশ ভালো ভাবে। শামা মিয়া আর বখ্তু মিয়া সেটাও বুঝতেন। সহজেই। একদিন শামা মিয়া খেলার মাঠেই বলে ফেললেন-

> – পৃথিবীটা একটা বিশাল খেলার মাঠ। আমরা খেলতে এসেছি এখানে। যে যতো বেশি ভালো খেলতে পারবে সেই তো এই মাঠের রাজা হবে।

এই কথাটার সায় দিয়ে বখতু মিয়াও বললেন।
- হ্যাঁ, ভাই। তুমি ঠিকই বলেছো। আমরা এখানে খেলতে না এলে এই মাঠটা এমনিতেই পড়ে থাকতো। উজাড় হয়ে। ঘাসে ঘাসে, কাঁটায় কাঁটায় জঞ্জালে। নানা খড়কুটোয় ভরে থাকতো। বিষকাঁটালিতে ছেয়ে যেতো সারা মাঠ। আমরা প্রতিদিন খেলছি বলে মাঠখানা এতো সুন্দর। প্রাণচঞ্চল। উচ্ছল। উদ্দাম। এটা কি কোনো কম কথা।

দিঠিমনি ও তিথিমনি- এই কথা শুনে গাইতে গাইতে, পায়ে ঝুমুর বেঁধে মাঠের দিকে ছুটে গেলো। সন্ধ্যা হ'য়ে আস্ছে। বেলা ডুবে যাচ্ছে। অস্তপারে। অন্ধকার হ'য়ে আসছে চারিধার। কেমন যেন একটু থমথমে। আকাশে একটি দুটি তারা। ফুটছে। নিভছে। তেমন আলো নেই, দিগন্তের মাঠে। ইদিক সিদিক একদল জোনাকি ঘুরে বেড়াচ্ছে। নিবু নিবু আলোর পিদিম বুকে বেঁধে।

কোনো কোতোয়াল সুয্যির মাথাটা কতল করতে কোথাও গোপনে পালিয়ে আছে। তলোয়ারটা সুয্যির গলায় একটা পোঁচ মেরেই সহসা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

পলিয়ে যাবে। আরও গভীর অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে। এখবর পেয়েই জোনাকিরা জ্বলছে। একটু একটু করে আলো দিচ্ছে। যেন কেউ কোনোদিক থেকে হামলা করতে না পারে।

মিতিন ভাবে, 'সুয্যিকে হত্যা করবে কে?
প্রীতিন ভাবে, 'সুয্যিকে হত্যা করতে পারে কেউ?
পুপুন ভাবে, 'সুয্যিটাকে কারুর দখলে দেয়া যায় কি?
টুপুনেরও ঐ একই কথা-

'না রাতের আঁধারে দস্যুদের হাতে ফেলে চলে যাবো না আমরা কোথাও!

মিতিন ছড়া কাটলো:

দস্যুর হাতে কালো ছোরা
ভেঙে করবো থোড়া থোড়া

প্রীতিনও ছড়া কাটলো :

রাত ফুরোলেই আলো
রাত ফুরোলেই রং
সুয্যি মামার ঘুন্টি
বাজবে রে ঢংঢং।

পুপুন ছড়া কাটলো :

সুয্যি ওঠে সুয্যি ওঠে
ফুলের গাছে ফুলটি ফোটে।

টুপুন ছড়া কাটলো সবার শেষে :

তা ধিন্ ধিন্তা নাচিন্ ধিন্

www.pathagar.com

সোনার দেশে আস্‌ছে সুদিন
আয়রে সবুজ, শুভ, রঙিন
সোনার পাতায় বাজাই বীণ
তাধিন্ ধিন্‌তা নাচিন্ ধিন্
তা ধিন্ ধিন্ ধিন্
আসছে নতুন দিন ॥

কালোরা কালো থাক। আলোরা ফুটুক। আলোর রাজ্যে। টুক টুক লাল রঙ হ'য়ে ফুটুক। কালো টুট্‌লো। আলো ফুট্‌লো। দিকে দিকে। কতোয়াল পালালো হেই- অনেক অনেক অ--নে--ক দূরে অজানার রাজ্যে। সেখানে মানুষ থাকে না। পাখি থাকে না। সবুজ নেই। অরণ্য নেই। ফুল-বাগিচা নেই। ফুল ফোটে না। পাখি গায় না। কিচ্ছু নেই ওখানে। কিচ্ছু নেই। খাঁ খাঁ করে সব। আলো নেই। বাতাস নেই। সুয্যি নেই। চাঁদ নেই। আকাশ নেই। ফুল-তারা নেই। নক্ষত্র নেই। কিচ্ছুটি নেই। কোতোয়াল পালালো। হেই পালালো। আলোহীন, বর্ণবিভাহীন অন্ধকার রাজ্যে। কোতয়াল- দস্যুরা তো অন্ধকারেই থাকে।

'দিঠিমনি। তিথিমনি।' —
হ্যাঁ হ্যাঁ। ওদের চিনলে না। শ্যামা মিয়ার ছোট্ট দু'টি সোনামনি মেয়ে। ওরা খুব ভালো। গাইয়ে মেয়ে। নাচুনে মেয়ে। খুব ভোরে ওঠে। প্রভাত ফেরিতে যায়। গান গায় গলা ছেড়ে। ওদের কথা সবাই জানে।

আফাতুন ফুফু দোয়া করেন। সবার জন্য। পাড়ার সব ছেলে মেয়েদের জন্য। খোকন, পুপুন, টুপুন, মিতিন, প্রীতিন সবার জন্য। শক্তি, শুভ মুক্তির জন্য। দিঠিমনি, তিথিমনি-র জন্য। ঐ দুয়ার থেকে বালা, বাবলি, পুপুন, টুপুন, বেগম, রিজু, মিন্‌জু ঝিন্টি এলো। শান্টি, মান্টি, এলো বাড়ি থেকে। সুফি, শেলি এলো। দক্ষিণ দুয়ার থেকে।

www.pathagar.com

সুয্যি এলো, চন্দ্রিমা এলো খালের ওপার থেকে। পুর্ব পাড়ের ঝোরার সাঁকো পেরিয়ে এলো ভোম্বা, পোম্পারা। আফাতুন ফুফুর দোয়া নিতে। তাহাজ্জত পড়ে দোয়ার মাহফিলে বসে যান আফাতুন যখন তিনি ফজর পড়ে কোরআন পাঠ করেন। ওজিফা তেলাওয়াত শেষে গাড়ি বারান্দায় গিয়ে বসেন। জল চৌকিটার ওপর জায়নামাজ বিছিয়ে নিয়ে। পাড়ার ছেলে-মেয়েরা এক এক করে ছুটে আসে। শুধু দোয়া চাইতে। অফুরন্ত আদর চাইতে। মাথায় হাত বুলিয়ে দেন। তিনি। 'যাও, দাদুরা, ছোটমনিরা যাও। তোমরা ভালো থেকো। আল্লাহ কল্যাণ করুন মঙ্গল করুন তোমাদের। কোনো বিপদ না আসে তোমাদের। আল্লাহ হেফাজত করুন। তোমাদের এ পাড়ায় দুশমরা আসতে পারবে না। আল্লাহর ফজলে। যাও। যাও। যার যার কাজে যোগ দাও। ঝাঁপিয়ে পড়ো দস্যুদের ওপর।'

এই বলে ছেলে-মেয়েদেরকে শুধালেন তোমরা সুন্দর একটা ছড়া কাটতোঃ মুখে মুখেঃ মুখে সবাই মুখে মুখে ছড়া কাটতে লাগলো।

এখানে শুধুই আলো,
এখানে শুধুই আলো ॥
এখানে নেইতো কালো,
আমরা তাড়াবো কালো ॥
ঐ যে সুয্যি ওঠে,
শুধুই আলো ফোটে।
পাখিরা কেবল ছোটে,
আকাশে-আকাশে,
কালোর পর্দা টোটে,
গানের কলিরা ফোটে,
গন্ধ-সুবাস ছোটে,
বাতাসে-বাতাসে।

www.pathagar.com

আফাতুন ফুফু ছড়া কাটার মুহূর্তে ওদের সকলের সঙ্গে মিশে গেলেন। এক হয়ে গেলেন। ছড়া কাটা তার খুবই ভালো লাগে। ছোটো বেলায় এন্নি ছড়া কেটে ঘুরে বেড়াতেন। সকলের সাথে মজা করতেন। তিনিও ছড়া কাটা শুরু করে দিলেন:

লাল নীল লাল নীল
আকাশের খিল খোলা
আয় ছুটে আয় তোরা
আয় আলভোলা।
আলভোলা আলভোলা
আয় দলে দ'লে,
ঐ দূর আকাশেতে
ভেসে যাই সকলে।

বা: বা: কী মজার ছড়া কাটা। হুমড়ি খেয়ে পড়লো আফাতুন ফুফুর ওপর সবাই। এমন ছড়া হয় না। এমন মজা হয় না। কে কখন এমন মজার ছড়া শুনেছো বলো তো। এই বলে প্রীতিন, মিতিন, পুপুল, টুপুন, আফাতুন ফুফুকে জড়িয়ে ধরলো। চুমু কাটলো কপালে। এক এক করে। আফাতুন ফুফুও ওদের চোখে মুখে আদরের ছোঁয়া বুলিয়ে দিলেন। সেই কবে ইংরেজ আমলে গোরা সেনাদের তাড়ানোর জন্য তিনি ছড়া রচনা করেছিলেন।

গোরা সেনা, গোরা সেনা
আমার দেশটা ছেড়ে দে না।
অনেক রক্তে এ-মাটি কেনা
মাটির কাছে আমার দেনা
জানিস্ তোরা জানিস্ যদি
ডুবে মরবি পদ্মা নদী।
গঙ্গা নদী বইছে রে
মরণ কথা কইছে রে।

এই ছড়াটাও কাটলেন তিনি। এটা স্বাধীনতার ছড়া। বৃটিশ তাড়ানোর ছড়া। এই ছড়াটা তোমরা শিখে নিও। এক সঙ্গে গেও। তোমাদের

www.pathagar.com

যুদ্ধ অনেক দূর এগিয়ে যাবে। শত্রু সেনাদের মুখের ওপর গেয়ে দিও। রক্তের রণন্ ঝনন্ তুলে। দেখবে, ওরা পালিয়ে কূল পাবে না। ঠিক বলেছো। বলেছো ফুফি। প্রীতিন বললো। ঠিক বলেছো। ফুফি। মিতিন বললো। ঠিক বলেছো। ফুফি। গলা চড়িয়ে পুপুন বললো। ঠিক বলেছো। ফুফি। খিলখিল করে হেসে বললো টুপুনও।

দেশের জন্য আফাতুন ফুফুর এতো টান। এতো ভালোবাসা। আফাতুন ফুফু বললেনঃ

> শোনো, শোনো বাছারা! দেশকে ভালোবাসা মানে আল্লাহকেও ভালোবাসা। জানো সেটা? আল্লাহ খুব খুশি হন। আল্লাহ তো ওই মাটি সৃষ্টি করেছেন। আমাদের জন্য। এই মাটি না হলে আমরা কোথায় থাকতাম। এমন ক'রে কে কারে চিনতাম। কে কাকে ভালোবাসতাম। বলো তো বলো তো সোনামনিরা।

দেশের মাটিই বড়ো খাঁটি
দেশের মাটিই সোনা।
দেশের মাটি, ওই মাটি ছাড়া
আর কিছু মানবো না।
মানবো না, মানবো না
আমরা মানবো না।'

আফাতুন ফুফুর দেশের কথা শুনে উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। আবেগাপ্লুত হ'য়ে উঠলো সবাই। সবুজ সবুজ গাছ পালা। তরুলতা। উদ্ভিদ গুল্ম। নীল, উদার আকাশ। হরিৎ প্রকৃতি। নদী খাল বিল। ছায়াঘেরা সরোবর। সাগর মেখলা। সুন্দর নিসর্গ। ধূলি-ধূসর মাটি ও মৃত্তিকা। এই আলোভরা, রূপ-রঙ ভরা, সোনাভরা দেশ জননীকে কে ভুলতে পারে বলো তো? আফাতুন ফুফু বললেন:

এ তো রঙের্ দেশ
এ তো রূপের দেশ

www.pathagar.com

এ তো আলোর দেশ
এ তো পাখির দেশ
এ তো ফুলের দেশ
এ তো সবুজ দেশ
এ তো মুখর দেশ
হাজার বছরের দেশ
সুপ্রাচীন দেশ
আবহমানকালের দেশ
এ তো প্রাণের আবেশ ভরা দেশ
কী অপরূপ! কী অশেষ!

এখানে নদী, সমুদ্র, ঝর্ণা, কুলকুল ক'রে তর তর ক'রে ব'য়ে যায়। কার আদেশে ব'য়ে যায়। কার নিয়ম কানুন মেনে ব'য়ে যায়? আকাশে নীলের ছোপ। ঝড়, মেঘ, বজ্রবিদ্যুৎ, বৃষ্টি। কার কথায় কার হুকুমে ব'য়ে যায়। কালো মেঘ রাগ করলে আমাদের মন খারাপ হয়। ধুলো বালি, ধোঁয়ায় ছেপে যায় সব কিছু। আমরা ঠেলে সরাই সব জঞ্জাল।
আমরা জেগে উঠি। ছুটে যাই। চারিদিকে। কে আমাদের রুখবে? কার এতো সাহস?

হঠাৎ ক'রে এক টুকরো আলো ফুটলো। পুব আকাশ রঙে রঙে রাঙা হলো। জাগলো পূর্বাচল। আমাদের সুন্দর পৃথিবী খিল্ খিল্ করে হেসে উঠলো।

একটু আগে ডাকহরকরা একটা চিরকুট দিয়ে গেলো। ডাকহরকরাও আমাদেরই আপন জন। 'চিরকুট' খুললো প্রীতিন, মিতিন।

ঝিনাই নদীর কূল থেকে

প্রিয় বোনেরা, সহোদররা,
তোমরা ভালো আছো জেনে ভালো লাগলো আমাদের। আমরাও ভালো আছি। আমরা এগিয়ে আসছি। সামনের দিকে। শত্রুসেনাদের মোকাবেলা ক'রে ক'রে। আমরা এখন

www.pathagar.com

গোপালপুর শহরের দিকে আসছি। কাছাকাছি এসে গেছি। শত্রু সেনারা পিছু হট্‌ছে। ওদের গোলা-বারুদ ফুরিয়ে যাচ্ছে প্রায়। আমরা আর এক আধ দিনের ভেতরই গোপালপুর দখল ক'রে নেবো। মুক্ত ক'রে ফেলবো আমাদের সমস্ত এলাকা। তোমরা কাছেই থেকো। আমরা আসছি। শত্রুদের হটিয়ে। ভয় নেই কোনো। খোদা হাফেজ।

'তোমাদের ভাইয়ারা'

মির্জাপুর এসে পৌছালো ওরা। শক্তি, শুভ, মুক্তি। মির্জাপুরের নুঠুর চর। মল্লিকাদের বাড়ি। মল্লিকার বাবার বাড়ি নারুচি। নারুচির পাঠশালায় পড়তো। ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত পড়েছে সে। হাতের লেখা খুবই সুন্দর। স্লেটে লিখতো। গোটা গোটা করে। আর লেখার শুরু বাঁশের কঞ্চির কলম দিয়ে। কালি বানাতো লাউডুগির পাতায়। এই ছিলো সে কালের লেখাপড়ার ধারা।

মল্লিকা মুক্তিদের কাছে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হলো। এক এক ক'রে জিজ্ঞাসা করলো। বাড়ির সবার খোঁজ- খবর নিলো।

'সকলেই ভালো আছে। তবে আব্বু-আম্মু আমাদের চিন্তায় চিন্তায় সারা হয়ে যাচ্ছে। মুক্তি বললো।

'চাচা-চাচিরা কোথায় আছেন? ' মল্লিকা জানতে চাইলো।
' মামার বাড়ি। কাঞ্চনপুরে।' শক্তি বললো।
'চাচি তো অনেক দিন ধরেই অসুস্থ এখন কেমন আছেন?'
'তেমন ভালো নেই। আম্মু তো ক্যানসারে ভুগছেন অনেক দিন ধরে।'
'সেটা তো জানি। দোয়া করি তাঁর জন্য প্রতিদিন। দাদি আমাদের কতো ভালোবাসেন।'
মল্লিকা বাংলা ঘরের পাশের দহলিজে দাঁড়িয়ে দোয়া করলো। তোমরা ভালো থেকো। বেঁচে থেকো। দেশের সম্মান রেখো। দেশকে বাঁচিয়ে রেখো। বিপুল সম্মান দিও। বিশ্বাস হারিয়ো না কখখনো। তোমরা জিতবে। জয় হবেই। মল্লিকার দোয়ায়॥

www.pathagar.com

জেগে উঠলো সবার মন প্রাণ। ছুটে যাবার আগে গাইলো:
(আমরা) জগতসেরা যোদ্ধা ভাই,
(আমরা) শত্রুর মুখে দেবো ছাই।
(আমরা) যুগের সেরা বীর,
পাহাড় সম উঁচা-শির।
আমরা পিছু হটি না ভাই
পেছন ফিরে তাকাই না, সামনে তাকাই।
আমরা চেলেছি মহা চাল
হবেই যে শত্রু বেহাল।

এই কোরাস গাইতে শুরু করলো ওরা। গানে গানে রক্তে নাচন উঠলো। লাফিয়ে উঠলো ওরা। কিশোর-কিশোরী সিংহ-সিংহীর মতো ওরা । মল্লিকা প্রীতিনদের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। সবার মাথায় হাত বুলালো।

তোমরা সবাই রক্ত-গোলাপ
বাগানের ফোটা ফুল,
তোমরা ছুটন্ত গানের পাখি
চুলবুল চুলবুল।

নুঠুর চর
মির্জাপুর
গোপালপুর

ফুফি,

আমরা গোপালপুর যাচ্ছি। ও শহরটা এখন শত্রুমুক্ত। দুশমন নেই কোথাও। ওরা হটে গেছে। সারা দেশ থেকে। ওরা পরাজিত। ওরা বন্দী। আমরা ওদেরকে আর ছাড়বো না। কিচ্ছুতেই ছাড়বো না। ওরা হারলো। ওরা ভাগলো। ওরা হানাদার। ওরা দস্যু। ওরা বন্দী। আমরা এখন শহরের কাছাকাছি। ওখানে বিজয় পতাকা দেখবো। আকাশে উড়ছে।

www.pathagar.com

কী আনন্দ! কী আনন্দ! আকাশে, বাতাসে চরাচরে। সারা স্বদেশে- সারা বাংলায়।

প্রিয় ফুফি
তোমারই প্রীতিন মিতিন-সবাই

চিরকুটখানা পাঠিয়ে দিলো। আফাতুন ফুফুর কাছে। খুলে পড়তে লাগলেন তিনি।

খানিকটা দূরে গিয়ে আবার ফিরে এলো ওরা। আফাতুন ফুফুর কাছে। খবর পেয়ে আশেপাশের সব গ্রামের লোকজন ছুটে আসতে লাগলো গোপালপুরের দিকে। ঢোল-শহরত করে। নেচে নেচে। গেয়ে গেয়ে। কেউবা সাইকেলে চেপে। কেউবা টমটম ঘোড়ার গাড়ি চেপে। আনন্দ! আনন্দ! মহা আনন্দ কোনো অন্ত নাই।

আফাতুন ফুফুকে সবার আগে গিয়ে বললো প্রীতিন।

- 'ফুফি, দেশ মুক্ত। দেশ এখন স্বাধীন। শত্রুরা, সব খতম। সারেন্ডার করেছে পাক-বাহিনী।

- 'আল হামদুলিল্লাহ।' আর কিছুই বলতে পারলেন না, আফাতুন ফুফু। আনন্দে কান্নায় ভেঙে পড়লেন শুধু। চোখের পাতা ছেপে টপ টপ করে পানি গড়িয়ে পড়তে লাগলো। বললেন:

যাও। বিজয় মিছিলে শরিক হও। সবাই ছুটে পড়ো। আনন্দ-হুল্লোড়ে মাতাও চারিদিক।

তা ধিন্ ধিন্ তা ধিন্ ধিন্।
আমরা স্বাধীন। আমরা স্বাধীন।

আমার আকাশ বাংলা
আমার বাতাস বাংলা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আমার মাটি বাংলা
সাগর নদী বাংলা
আমরা স্বাধীন
আমরা স্বাধীন।
তা ধিন, তা ধিন,

ছেলেরা গাইলো। মেয়েরা গাইলো। ফুল-পাখিরা গাইলো। গাছপালা গাইলো। ওঠান বাড়ির খোপ ভেঙ্গে কপোত কপোতীরা গাইলো। গাইলো সবাই। ছেলে বুড়ো।

মির্জাপুরে কদিন তাঁবু গেড়ে রাত কাটালো। হানা দেবে থানা শহরে। গ্রেনেড ছুঁড়ে শত্রু সেনাদের নাস্তা নাবুদ করে দেবে। নিমিষেই। সে রকম প্রস্তুতি শক্তিদের। এদের খোঁজ পেয়ে শত্রুরা হাপাচ্ছে। কাঁপছে। এই প্রচণ্ড আঘাত এলো বুঝি। থানা কমান্ডার হুকুম হাঁকলো। হামলা চালাও। হুঁশিয়ার হও। অর্ডার। শত্রুদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। খতম হলো সকলেই। জিন্দা ছিলো ক'জন। ওরাও সারেন্ডার করলো। আত্মসমর্পণ করলো।

'হামরা সারেন্ডার করলাম। হামাদের মারবে না।
খোকা, বাচ্চা লোক।'

মুক্তি, শুভ, শক্তিরা শেকল পারিয়ে দিলো হাত-পায়। পাক ক্যাপ্টেনকে বন্দী করলো। গোপালপুর থানা হেড কোয়ার্টারে স্বাধীন বাংলার পতাকা উড়িয়ে দিলো। লাল সূর্যের পতাকা। পত পত ক'রে উড়তে লাগলো। লাল সবুজের পতাকা। গাঢ় সবুজ। আর টুকটুকে সূর্যের লাল আভায় যেন ছেপে গেলো দিক দিগন্ত। দুলে উঠলো আকাশ-বাতাস। নেচে উঠলো সারা দেশ। জয়, জয়, জয়কার চারিদিক। বাংলার মাঠঘাট প্রান্তর। সূর্যের পতাকা লাল। বাংলার আকাশে উড়ছে। সূর্যের পতাকা।

www.pathagar.com

তাঁর প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ ঃ হেমলকের পেয়ালা, ধ্রুপদ ও টেরাকোটা, দূত পারাবত, মৃত্তিকা অতিমৃত্তিকা, সমুদ্র মেখলা, কালের বন্দিশে, কাঁদো হিরোশিমা কাঁদো নাগাসাকি, যুদ্ধ নাস্তি। ঈভের হ্যামলেট, সহস্র দিবস সহস্র রজনী।
প্রবন্ধ সংগ্রহঃ কালের করোটি, মেরুমৈত্রী।

গল্প গ্রন্থঃ প্রপঞ্চের পাখি, বাতাবরণ।
উপন্যাসঃ মানব বসতি, সনেট,

আর্কিওপটেরিক্স। স্যোনাটা ও সিলুএট এবং কালমিতি।

কিশোর উপন্যাসঃ লালবাড়ির হরিণ, টুপুনের ডায়েরি।

কিশোর কবিতাঃ ইস্টিশানে হুইসেল, সোনার মাটি রূপোর মাটি, পালকি চলে দুলকি তালে।

ছড়ার বইঃ হালুম হুলুম, তালপাতার সেপাই।

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : মোমিন উদ্দীন খালেদ

www.pathagar.com

জন্মঃ ১৯৪৩, ১লা জানুয়ারি
পিতাঃ আবদুল হালিম জামালী
মাতাঃ সাখিনা খান জামালী
গ্রামঃ নারুচি, গোপালপুর, টাংগাইল
শিক্ষাঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমাজ বিজ্ঞান এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এম.এ.
পোশাঃ দৈনিক ইত্তেফাকে তিন দশকেরও অধিককাল সাহিত্য সম্পাদক হিসেবে ছিলেন কর্মরত। এখন সহকারি সম্পাদক পদে যুত রয়েছে। তিনি পৃথিবীর বহুদেশ ভ্রমণ করেছেন। এক সময় ছাত্র রাজনীতি এবং জাতীয় রাজনীতির সাথে যুক্ত ছিলেন। ষাটের দশকে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনে বেশ ক'বার কারাবরণ করেছেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম তাত্ত্বিক ব্যক্তিত্ব তিনি। পৃথিবীর বহুদেশে যুদ্ধবিরোধী ও শান্তি সম্মেলনে যোগদান এবং আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করেন। আল মুজাহিদী এক পুত্র ও এক কন্যা সন্তানের জনক।

www.pathagar.com

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
ঢাকা-চট্টগ্রাম

www.pathagar.com